মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সংখ্যা ঃ ৭৯ | বর্ষঃ ১০ | ফেব্রুয়ারি-জুলাই ২০১৫

আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস-২০১৫ উদ্‌যাপিত

প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও বাংলাদেশে ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৫ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত এ বছরের স্লোগান "Let's Develop Our Lives, Our Communities, Our Identities without Drugs" (আসুন, আমরা মাদকমুক্ত অর্থবহ জীবন, সমাজ ও সত্তার বিকাশ নিশ্চিত করি)। দিবসের জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচিতে মাদকবিরোধী রচনা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, মাদকাসক্তি বিষয়ে পরামর্শ ও মাদকবিরোধী প্রচারণা ক্যাম্প পরিচালনা, মাদকাসক্তি থেকে আরোগ্যলাভকারীদের নিয়ে রিকভারী সম্মেলন, এ্যানুয়াল ড্রাগ রিপোর্ট ও সূভ্যেনির প্রকাশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দিন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করা হয়। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব টিপু মুন্‌শি এমপি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। আলোচনা সভা শুরুর পূর্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিরাট মানববন্ধন ও র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন ও র‌্যালিতে পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন, কেয়ার বাংলাদেশ, ইয়ুথ ফাস্ট কনসার্ন্সসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে নিবন্ধিত এনজিও এবং মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি মাদকবিরোধী কার্যক্রমে অবদানের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সনদপত্র বিতরণ করেন। মানববন্ধন ও র‌্যালিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান এবং রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝেও প্রধান অতিথি পুরস্কার বিতরণ করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় জেলা, উপজেলা প্রশাসন

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি এবং বিশেষ অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব টিপু মুন্‌শি এমপি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

এবং বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দিবসটি পালিত হয়েছে। স্থানীয় কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, র‌্যালি, নাটক, পোস্টার, স্টিকার ও লিফলেট বিতরণ এবং মাদকবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস "খ" শ্রেণিতে উন্নীত

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস "গ" শ্রেণি হতে "খ" শ্রেণির দিবসে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির চতুর্থ সভার প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হলে তা অনুমোদিত হয় এবং তদ্‌প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

সম্পাদকীয়

এক দশক ধরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন **'মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন'** প্রকাশ হচ্ছে। মাসিক বুলেটিনের সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে। মাসিক বুলেটিন প্রকাশের দায়িত্ব অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখার কার্যতালিকাভুক্ত। চলতি বছরের শুরু হতে জুন মাস পর্যন্ত এই অধিশাখা হতে বড় ধরনের ০৩টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক মার্চ এবং মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। তদুপরি ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞও নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা হতে আয়োজন করা হয়েছে। জুন মাসের পর নতুন অর্থ বছরে বুলেটিন প্রকাশের জন্য কোটেশন আহ্বানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়েও বুলেটিন প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। এসব কারণে জানুয়ারি সংখ্যার পর মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মাসিক বুলেটিন প্রকাশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আগস্ট মাসে আমাদের বর্তমান মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান মহোদয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে যোগদান করেন। তাঁর অভিপ্রায় ও পরামর্শে অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন কিছুটা নতুন আঙ্গিকে এবং আগের তুলনায় একটু বৃহৎ কলেবরে প্রকাশ করতে পারায় আমরা আনন্দবোধ করছি। এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমরা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বর্তমান সংখ্যায় বিগত ৫ মাসের তথ্যকে একত্রিত করায় বিবেচ্য সময়ে অধিদপ্তরের অনেক সাফল্যকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। মাসিক বুলেটিনের পরবর্তী সংখ্যা আরো পরিমার্জিতরূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

উপদেষ্টা : **খন্দকার রাকিবুর রহমান**
মহাপরিচালক

সম্পাদক : **নাজমুল আহসান মজুমদার**
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

উপ সম্পাদক : **মোঃ রবিউল ইসলাম**
উপ-পরিচালক (গ: প্র:)

■ সংখ্যা : ৭৯
■ বর্ষ : ১০ ম
■ ফেব্রুয়ারি জুলাই-২০১৫

অপারেশনাল কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক জানুয়ারি-জুন'২০১৫ মাস পর্যন্ত উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য, দায়েরকৃত মামলা ও মামলাভুক্ত আসামীর পরিসংখ্যান :

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৫১	১৭৭	২.৬৩৮ কেজি
গাঁজা	৩১৮০	৩৩৫৯	২৬৬৩.৫৫৯ কেজি
গাঁজা গাছ	০৬	০৬	২২ টি
অবৈধ চোলাই মদ	৫১৭	৫৫৪	১২৯৪৭.১১৫ লিটার
দেশী মদ	১৯	১৮	১৫২.৫ লিটার
বিদেশী মদ	০৬	০৬	১৯.৭২৫ লিটার
বিদেশী মদ	৫২	৫১	৬২২৪ বোতল
বিয়ার	৬২	৬০	১১২৩৬ ক্যান
বিয়ার	০১	০১	২.৬৪ লিটার
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১৬	১৯	৩৪৬৪.৫ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	১২৯	১৩০	৬৫৯৪.৫ লিটার
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	২৩৪	২৬৫	১৫৯৯৭ বোতল
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	১৩	১৭	৩৫৩.৫ লিটার
তাড়ী (টোডি)	১২৩	১২৮	৩৩৯৬ লিটার
পচুঁই	৩৫	৩৫	৮৮১ লিটার
বুপ্রেনরফিন (টিডি জেসিক ইনঃ)	১১	১৫	৮৬৪ এ্যাম্পুল
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	৩৮	৩৮	৫০৯১৫ লিটার
ইয়াবা ট্যাবলেট	৫৭৮	৬৩৪	২১৪৩৩২৫ টি
পেথিডিন	০২	০৩	১৭ এ্যাম্পুল
লুপিজেসিক ইনজেকশন	৭৮	৮৪	৪৩৬৯ এ্যাম্পুল
বনোজেসিক ইনেজেকশন	১০	১০	১০০ এ্যাম্পুল
নগদ অর্থ			১১৯০৭৭০ টাকা
এ্যালকোহল	০১	০১	০.৫০ লিটার
পিস্তল	০১	০২	০৫ টি
অপিয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	২৯	২৯	১৩৬১৩ বোতল
এনার্জি ড্রিংস (ইত্যাদি)	৪০	৪০	৪০৩৬ বোতল
পারভো কফ	০১	০০	০৯ বোতল
প্রাইভেট কার/সি.এন.জি/পিক আপ			প্রাইভেট কার ২টি, সিএনজি ৭টি পিকআপ ২টি
মোটর সাইকেল/বাইসাইকেল			মোটর সাইকেল ১২ বাইসাকেল ২টি
গুলি/চাপাতি/মোবাইল সেট			গুলি ৪৭রাউন্ড, চাপাতি ৫ মোবাইল সেট ১৮টি
অন্যান্য	৬৩	৬৭	
মোটঃ	৫৩৯৬	৫৭৪৯	

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

আইন-আদালত (জানুয়ারি-জুন ২০১৫)

২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস হতে ২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান :

উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	রায় ঘোষিত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৯৯১	১০২৯	১১১	৮৯	৮৯
ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৩০	৪৭৪	১৪৩	৭৮	৯০
ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২০৯	২১৯	১৯৯	১৯	২১
ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৮৬	১৯৫	০৯	০৬	০৭
টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৯৯	১০৩	০২	০০	০০
জামালপুর উপ-অঞ্চল	৮১	৮৫	২০	০০	০০
চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১৯৭	১৯৬	২৬৮	১১৪	১২৮
চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	৭৯	৮৩	০০	০০	০০
সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৭৮	৩৮৯	৭৮	২৩	২৪
নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১১৫	১১৯	১১০	৩৮	৪৭
কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১৬৯	১৬৯	৫৩	২৬	২৬
কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১২৭	১২৯	৩৫	১২	১২
রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	২৬	২৬	০৩	০০	০০
খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০৫	০৩	০০	০০	০০
বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১৯	১৯	৫৯	২০	২০
খুলনা উপ-অঞ্চল	৩৮৪	৪৫৫	১৪৮	৫৫	৬৪
যশোর উপ-অঞ্চল	১৭০	১৮৯	১১৫	১৩	১০
কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১২৭	১২৭	৩৫	০৪	০৪
বরিশাল উপ-অঞ্চল	৬৯	৭৩	৪৯	৩২	৩৭
পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৯	২২	০৬	০১	০১
রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৫০২	৫৮২	৫৩	২৫	২৯
পাবনা উপ-অঞ্চল	২৪৭	২৫৩	২৬	১৮	২২
বগুড়া উপ-অঞ্চল	২০৫	২১১	৫১	১৭	২২
রংপুর উপ-অঞ্চল	৩০৭	৩২২	৪৮	২৫	২৫
দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১৪৯	১৪৯	০৪	০১	০২
ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	২০	৩৩	০৯	০২	০২
রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৩২	৩৫	০৬	০৪	০৪
চট্রগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৩৮	৪৪	২৪	২৪	১০
খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৬	১৬	৬১	২৭	২৭
সর্বমোটঃ	৫৩৯৬	৫৭৪৯	১৭২৫	৬৭৩	৭২৩

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

সবচেয়ে বেশি মামলা ও সবচেয়ে কম মামলার পরিসংখ্যান

জানুয়ারি-জুন' ২০১৫ মাস পর্যন্ত সর্বাধিক মামলা হয়েছে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে। পক্ষান্তরে, সবচেয়ে কম মামলা রুজু হয়েছে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চলে। ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ১০৯ টি মামলা রুজু করে ১২১ জনকে আসামী করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চলে কোন পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদায়ন না থাকায় কম মামলা রুজু হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য মাদকবিরোধী অভিযান

ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ১৩ হাজার পিস ইয়াবাসহ ২ জন গ্রেফতার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের উত্তরা সার্কেলের পরিদর্শকের নেতৃত্বে গত ৯ জুন ২০১৫ তারিখে রাজধানীর দক্ষিণখান থানাধীন ২৮/১ দক্ষিণ মোল্লারটেক, রোড নং-৪, নবীন সংঘ রোডের ৫ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় অভিযান চালিয়ে আসামী মোঃ রাশেদুজ্জামান (৩৭) পিতা মৃত-নূর বক্স, সাং-বেনাপোল, জেলা-যশোরকে ৭ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করে। অপরদিকে উত্তরা সার্কেলের পরিদর্শক খিলক্ষেতের একটি বাড়ীর ২য় তলায় অভিযান পরিচালনা করে মোহাম্মদ হোসেন (৩৫) নামে আরেক ব্যক্তিকে ৬ হাজার পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করেন।

রাজধানীর উত্তরা সার্কেল হতে উদ্ধারকৃত ইয়াবাসহ আটক মাদক ব্যবসায়ী

খুচরা মাদক ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহের উদ্দেশ্যে উক্ত ইয়াবাগুলো চট্টগ্রাম হতে ঢাকায় আনা হয়েছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়। আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় দক্ষিণখান ও খিলক্ষেত থানায় ২টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ৭ হাজার পিস ইয়াবাসহ ৫ জন গ্রেফতার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৮ জুন ২০১৫ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের সবুজবাগ সার্কেলের পরিদশকের নেতৃত্বে গঠিত একটি রেইডিং টিম ওয়ারী এলাকার পলাশী টোল প্লাজার সামনে একটি প্রাইভেট কার তল্লাশী করে ৭০০০ (সাত হাজার) পিস ইয়াবাসহ ৫ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেন এবং প্রাইভেটকারটি জব্দ করা হয়। উক্ত ইয়াবা বহনের জন্য আসামী শেখ রিয়াজুল ইসলাম (২৫) পিতা-মোঃ মাসুদ শেখ, সাং-চাঁদমারী, কোর্টপাড়া, থানা ও জেলা-গোপালগঞ্জ, মোঃ মারুফ (২৯), পিতা-আবুল কাশেস, সাং ফরাজগঞ্জ, থানা-লালমোহন, জেলা-ভোলা,

মোঃ মনির হোসেন (২৩), পিতা-আবুল হাসান, সাং- ধনাইয়া, চেয়ারম্যান বাড়ী, থানা-কচুঁয়া, মোঃ মামুন (২২) পিতা-মোঃ আলমগীর, সাং-শ্যামপুর, তুলাতুলী বাজার থানা ও জেলা-ভোলা, এবং (৫) মোঃ জিল্লুর রহমান (৩০), পিতা-মৃত সৈয়দ আলী, সাং- ক্ষুদ্র রসুলপুর, থানা-সাদুউল্লাহপুর,জেলা- গাইবান্ধা কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাজধানীর সবুজবাগ সার্কেল হতে উদ্ধারকৃত ইয়াবাসহ আটক মাদক ব্যবসায়ী

আসামীদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে চট্টগ্রাম হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে বিক্রয় করার জন্য ইয়াবাগুলো আনা হয়েছিলো। সবুজবাগ সার্কেলের পরিদর্শক জনাব মোঃ ফজলুল হক খান বাদী হয়ে ওয়ারী থানায় আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ৭০ কেজি গাঁজাসহ ২ জন গ্রেফতার

গত ১০ জুন ২০১৫ তারিখে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের কোতয়ালী সার্কেলের পরিদর্শকের নেতৃত্বে মিরপুর থানাধীন দক্ষিণ মনিপুর এলাকার ৪১৭ নং বাড়ীর নিচতলা তল্লাশী করে ৭০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজধানীর মিরপুর হতে উদ্ধারকৃত ৭০ কেজি গাঁজাসহ আটক মাদক ব্যবসায়ী

উক্ত গাঁজা বহনের জন্য মোঃ নবী হোসেন ওরফে শহিদুর (৩৩) পিতা-মোঃ বজলু মিয়া, সাং- কালিপুর মধ্যপাড়া, থানা- ভৈরব, জেলা- কিশোরগঞ্জ এবং জেসমিন আক্তার (২০) স্বামী-মোঃ নবী হোসেন ওরফে শহিদুর, সাং- কালিপুর মধ্যপাড়া, থানা- ভৈরব, জেলা- কিশোরগঞ্জকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে মামলা রুজু করা হয়েছে

মোবাইল কোর্ট

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন' ২০১৫ মাস পর্যন্ত অভিযান, মামলা, আসামীর সংখ্যাসহ জরিমানা আদায়ের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত আসামীর সংখ্যা		জরিমানা আদায়
			কারাদন্ড	অর্থদন্ড	
জানুয়ারি ১৫	১১৬৫	৫৭৩	৪৪১	১৭৪	৩১৬৫০০
ফেব্রুয়ারি ১৫	১১৭৫	৬২১	৫০৪	১৫৫	৩৬০২০০
মার্চ ১৫	১৩২৭	৭২৪	৫৮৯	১৯০	৪১৩৪৮০
এপ্রিল ১৫	১৩১৮	৭১৪	৫৮২	১৬৮	৫৬৩৩৫০
মে ১৫	১৪০২	৭৩২	৫৮৫	১৭২	৪৯৬৮৫০
জুন ১৫	১২১৭	৫৫০	৪২৪	১৪৩	৪৪৭৭৫০

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‌্যাব ও কোস্ট গার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৫ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান :

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান

অঞ্চল /সংস্থার নাম	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ				পেন্ডিং/স্থগিত
	নমুনা	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	-
ঢাকা অঞ্চল	৭৮৩	৭৮৩	-	৭৮৩	-
চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩০৮	৩০৮	-	৩০৮	-
রাজশাহী অঞ্চল	৪৮৬	৪৮৬	-	৪৮৬	-
খুলনা অঞ্চল	৪৩২	৪৩২	-	৪৩২	-
বাংলাদেশ পুলিশ	১৭০৬২	১৭০৬০	০২	১৭০৬২	-
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	০১	০১	-	০১	-
র‌্যাব	০১	০১	-	০১	-
বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড	০১	০১	-	০১	-
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	১৫৩	১৫৩	-	১৫৩	-
অন্যান্য সংস্থা	০৩	০৩	-	০৩	-
মোট =	১৯২৩০	১৯২২৮	০২	১৯২৩০	-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর,কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশে মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয় তন্মধ্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম/ ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণি বক্তৃতা ও মাদকবিরোধী কমিটি গঠন উল্লেখযোগ্য।

জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের বিবরণ:

জানুয়ারি'১৫ হতে জুন ১৫'পর্যন্ত নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	৪৩১ টি স্থান
শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা	৪৪১ টি স্থান
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	৪৬২ টি স্থান
শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারী প্রদর্শন	৮৩ টি স্থান
সেমিনার ওয়ার্কসপ	০৪ টি স্থান
মাইকিং	১০৮ টি স্থান

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের দশম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি চলমান কার্যক্রম। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটির পরিসংখ্যান:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের পরিসংখ্যান

২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	জুন'২০১৫ পর্যন্ত
৫৯৭৯	৫৫৪৯	৮২৮	১৯২২	৬৩৪	৩০৯	৫৭১

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের বিবরণ :

ক্র:	গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম/কার্যক্রমের স্থান	মাসের নাম					
		জানুয়ারি/১৫	ফেব্রুয়ারি/১৫	মার্চ/১৫	এপ্রিল/১৫	মে/১৫	জুন/১৫
১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক	৬৬	৭৯	১১০	৯৯	৫৯	২৮
২.	স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান	০৪	০৮	০২	০২	১২	০৩
৩.	সেমিনার/ওয়ার্কসপ	০১	০২	০০	০০	০০	০১
৪.	ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০৩	০০	০৩	০২	০০	০৪
৫.	বেসরকারী সংস্থা এনজিও)	০০	০০	০০	০০	০০	০০
৬.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	০০	০১	০১	০৩	০১	০০
৭.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	১৬	১২	১০	১১	১১	৪৮
৮.	পোষ্টার/ স্টিকার বিতরণেস্থান	৭৩টি স্থান	৭৮	৬৮	৮৩	৫৭	১০৩
৯.	ফিল্ম প্রদর্শনের স্থান	৩০	১১	০৭	১২	১২	১১
১০.	অপারেশনস কালে বক্তৃতা	২৪৪	২৬৭	২৩৫	৩১৩	৩৭৭	২৭৮
১১.	আলোচনা অনুষ্ঠান	৬৭	৮৩	১১২	৫৪	০২	১১৩
১২	মোট	৫০৪	৫৪১	৫৪৮	৫৭৯	৫৩১	৫৮৯

ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

২০০৬ সালে স্বাক্ষরিত মাদক চোরাচালন ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ-ভারত দু'দেশের নোডাল এজেন্সির মহাপরিচালক পর্যায়ে চতুর্থ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বিগত ২২-২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখে ঢাকায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ বজলুর রহমান। ১১ সদস্যবিশিষ্ট ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন Narcotics Control Bureau (NCB) India এর মহাপরিচালক Mr. B.B. Mishra।

Drug Control Nodal Agency of Bangladesh and India
মহাপরিচালক পর্যায়ের ৪র্থ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের প্রতিনিধিদল

দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বৈঠকে মাদক চোরাচালান ও তথ্য আদান-প্রদান বিষয়ে দুই দেশের নোডাল এজেন্সী পর্যায়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ঢাকায় বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC), মায়ানমার এর মধ্যে Drug Control Cooperation সংক্রান্ত ২য় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বিগত ০৫ মে ২০১৫ তারিখে ঢাকায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

২য় বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের প্রতিনিধিদল

দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ বজলুর রহমান এবং মিয়ানমার দলের নেতৃত্ব দেন মিয়ানমার ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনের কমান্ডার Pol.Brig.Gen. Mr. Kyaw Win. মিয়ানমার থেকে টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ইয়াবা পাচার প্রসঙ্গটি বৈঠকে বাংলাদেশ দলের পক্ষ হতে উত্থাপন করা হয়। বৈঠক শেষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে Meet the Press অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে মিয়ানমার-বাংলাদেশ এর মধ্যে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় উভয় দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রথম বৈঠক ১৫-১৭ নভেম্বর ২০১১ সনে ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয় বৈঠকটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৫ সময়ের মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে কর্মরত ১১জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা নিম্নরূপ :

অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুরকারীগণের তালিকা

নাম/ পদবী/ কর্মস্থল	সময়সীমা
জনাব কে.এম রবিউল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক, যশোর উপঅঞ্চল	৩০/০৬/২০১৫-২৯/০৬/২০১৬
জনাব মোঃ আবদুল্লাহ ভূঞাঁ পরিদর্শক, কুমিল্লা উপঅঞ্চল	৩০/০৬/২০১৫-২৯/০৬/২০১৬
জনাব মোঃ জামাল হোসেন উপ-পরিদর্শক, টাংগাইল উপ অঞ্চল	৩০/০৬/২০১৫-২৯/০৬/২০১৬
জনাব মোঃ মতিউর রহমান উপ-পরিদর্শক, সিলেট উপঅঞ্চল	০২/০৩/২০১৫-০১/০৩/২০১৬
জনাব মোঃ নুর মোহাম্মদ হাওলাদার অফিস সহায়ক, ফরিদপুর উপঅঞ্চল	০১/০৪/২০১৫-৩১/০৩/২০১৬
জনাব মোঃ তোজাম্মেল হক উপ-পরিদর্শক, বগুড়া উপঅঞ্চল	১৫/০২/২০১৫-১৪/০২/২০১৬
জনাব মোঃ আবু তালেব পরিচালক	২৮/০২/২০১৫-২৭/০২/২০১৬
জনাব মোঃ খলিলুর রহমান,উপ-পরিদর্শক, রাজশাহী উপঅঞ্চল	২৬/০১/২০১৫-২৫/০১/২০১৬
জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী সহকারী উপ-পরিদর্শক, পাবনা উপঅঞ্চল	১৫/০১/২০১৫-১৪/০১/২০১৬
জনাব মোঃ মোবারক হোসেন মল্লিক , উপ-পরিদর্শক, টাংগাইল উপঅঞ্চল	০৬/১০/২০১৪- ০৫/১০/২০১৫
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, নৈশ প্রহরী/দারোয়ান, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে	১০/০১/২০১৪- ০৯/০১/২০১৫

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালসের মাধ্যমে আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে জানুয়ারী ২০১৪– জুন ২০১৪ এবং জানুয়ারি ২০১৫– জুন ২০১৫ সাল পর্যন্ত মাসভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ	অঞ্চলের নাম	জানুয়ারী'১৪-জুন'১৪	জানুয়ারী'১৫-জুন'১৫
১।	ঢাকা অঞ্চল	৬,১৩,৪৯,৫৩৪/-	৭,০১,৮০,৭২৫/-
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৫,৫৪,৬৯,৪৪৪/-	৫,৬৩,২৩,৪৫৩/-
৩।	খুলনা অঞ্চল	১৮,০০,১১,১৭৪/-	১৬,৯৫,৭১,৫৬১/-
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৫,১০,১৫,৮৭৬/-	৫,০৬,৯৬,৩৩৬/-
	মোট	**৩৪,৭৮,৪৬,০২৮/-**	**৩৪,৬৭,৭২,০৭৬/-**

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্য প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানির বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রিকারসরের অনুমোদিত বার্ষিক কোটা এবং জানুয়ারি'১৪ হতে জুন'১৪ মাসের সাথে জানুয়ারি'১৫ হতে জুন'১৫ মাসের আমদানির তুলনামুলক পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানির তুলনামূলক বিবরণী

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৪	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৫
টলুইন	১২,৭৬৮.৫০ মেঃটঃ	১৭১৯.২৮১৫ মেঃটঃ	১৭১৪.০৮৬ মেঃ টঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেঃটঃ	৩০০ মেঃটঃ	৮৬৭.৬৯৫ মেঃটঃ
এ্যাসিটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটঃ	৩৮৯.৩৬ মেঃটঃ	৪৭২.২৫৬ মেঃটঃ
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেঃটঃ	৫২০.৩২৪৪ মেঃটঃ	৫৬৯.৩৪২৬ মেঃটঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেঃটঃ	৪৮৫ মেঃটঃ	৪৮০ মেঃটঃ
সিউডোএফিড্রিন	৪৯,০২১ কেজি	৩৯৫১ কেজি	৩৬৬০৫ কেজি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যুগোপযোগী করার জন্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুণর্গঠন করে ১৭২২ জনের জনবল সম্বলিত প্রস্তাব জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ণ সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় অনুমোদন লাভ করে। সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের ফলে অধিদপ্তরের জনবল ১২৮৩ হতে ১৭২২ জনে উন্নীত হয়েছে। নতুন সাংগঠনিক কাঠামোতে দেশের প্রতিটি জেলায় উপ-পরিচালক/ সহকারী পরিচালকের নেতৃত্বে অফিস স্থাপিত হবে এবং সিলেট এবং বরিশালে অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে দুটি বিভাগীয় অফিস স্থাপিত হবে। প্রতিটি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস স্থাপিত হলে দেশে মাদকবিরোধী কার্যক্রম আরো জোরদার হবে।

ওয়াকিটকি ক্রয়ের অনুমতি লাভ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুকূলে বেতার সরঞ্জামাদি বিশেষ করে ডিএমপি আর রিপিটার ২৪টি, ডিএমআর ফিক্সড/কার মোবাইল ২৫টি এবং ওয়াকিটকি ১২০ টি ক্রয়ের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই ক্রয় সম্পন্ন করা হবে। এতে অপারেশনাল কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে।

পরিচালক মোঃ আবু তালেবের চাকুরী হতে অবসরগ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ আবু তালেব ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে অবসরোত্তর ছুটিতে গিয়েছেন। তিনি ১৯৮১ সালের ৩০ জানুয়ারি তৎকালীন নারকটিক্স এন্ড লিকার ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে এই ডিপার্টমেন্টে এ্যাসিস্টেন্ট কন্ট্রোলার পদে যোগদান করেন। ১৯৯০ সনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া প্রণয়নকালে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জনাব তালেব যুক্তরাষ্ট্রের Johns Hopkins University হতে হামপ্রে ফেলোশীপ নিয়ে মাদকের ওপর অধ্যয়ন করেন। চাকুরী জীবনে তিনি মাদকদ্রব্য বিষয়ে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি মাদকদ্রব্য বিষয়ে 'হেরোইন ঃ আর এক মারণাস্ত্র' ও 'মাদক বিচিন্তা' নামে ২টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখার কার্যক্রম

মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীনে ঢাকায় কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় ৩টি আঞ্চলিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া রাজশাহী, যশোর ও কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারেও মাদকাসক্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাদকাসক্তি কেন্দ্রসমূহের চিকিৎসা কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (জানুয়ালী'১৫-জুন'১৫)

সরকারী মাদকাসক্তি কেন্দ্রের চিকিৎসাধীন রোগীর পরিসংখ্যান				চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্তদের মধ্যে ফেন্সিডিল-৩.০৪%, হেরোইন-১৮.২৫%, গাঁজা-৪২.৫৮%, ইনজেকশন- ১৫.৩০%, ইয়াবা-২৯.০৮%, পলিড্রাগস-৬.৮৪%, ডেনডি-২.৩৭% ট্যাবলেট-১.৫২% সিরাপ- ১.০৪% এ আসক্ত ছিলেন।
কেন্দ্রের নাম	নতুন	পুরাতন	মোট	
সিটিসি,ঢাকা	৪৯৬	৫৫৬	১০৫২	
আরসিটি,চট্টগ্রাম	২৪	৪	২৮	
আরসিটি,খুলনা	-	-	-	
আরসিটি, রাজশাহী	১৩	৭	১৫	
রাজশাহী জেল হাসপাতাল	৮১৮	১০৬০	২১৮৪	
যশোর জেল হাসপাতাল	৯৮৫	৩৫১	১৩৩৬	
কুমিল্লা জেল হাসপাতাল	২৩০	১৩৮	৩৬৮	

সারাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত ১১৮টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র মাদকাসক্তদের সেবা প্রদান করে আসছে। এসব কেন্দ্রের চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপ:

বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কেন্দ্রের চিকিৎসাধীন রোগীর পরিসংখ্যান জানুয়ারি'১৫ -জুন'১৫

উপঅঞ্চল /জেলা	কেন্দ্র	বেড	পুরাতন	নতুন
ঢাকা মেট্রো	৩১	৪৭৫	২১৮৯	১০৮১
ঢাকা	১৪	১৪০	১৫৬৪	৬১৭
ময়মনসিংহ	৫	৫০	২৪৪	১৩৬
টাংগাইল	১	১০	৫৪	১৮
জামালপুর	২	২০	৯৪	৫০
ফরিদপুর	১	১০	৭৬	৩৯
চট্টগ্রাম মেট্রোঃ	৯	১২০	৭৩৩	১৩২
চট্টগ্রাম	১	১০	০	০
কুমিল্লা	৫	৫০	২৬১	২৩০
সিলেট	১০	১১০	৫৪৮	৩৩৮
নোয়াখালী	৪	৪০	২০৯	৮২
রাজশাহী	৩	৪০	২১৭	১৩৯
পাবনা	১	১০	০	০
রংপুর	৪	৪০	১৩৪	১৭৮
বগুড়া	১২	১২০	৪৮৩	৩৪৯
দিনাজপুর	২	২০	১৪১	৮৫
খুলনা	৩	৩৫	১৬০	১৪১
যশোর	১	১০	৬৯	৪২
বরিশাল	১	১০	৫৫	৩২
কুষ্টিয়া	১	১০	১৬৩	৪১
মোট	১১০	১৩২০	৭৩৯৪	৩৭৩০

যে সকল জেলায় কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কেন্দ্র নেই।

ঢাকা বিভাগঃ মুন্সীগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর।

চট্টগ্রাম বিভাগঃ কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর।

রাজশাহী বিভাগ ঃ নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

খুলনা বিভাগ ঃ বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর।

বরিশাল বিভাগ ঃ পিরোজপুর, ঝালকাঠী, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা।

সিলেট বিভাগ ঃ সুনামগঞ্জ।

রংপুর বিভাগ ঃ গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়।

বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্তদের মধ্যে হেরোইন - ৫৫০ জন, ফেন্সিডিল- ৫০৭ জন, ইয়াবা- ১২১৩ জন, গাঁজা- ৮৮৫ জন, ইনজেকশন- ৪০ জন, ৪৩৪ জন অন্যান্য মাদকে আসক্ত ছিলেন।

২য় জাতীয় রিকভারী সম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত

গত ১১ জুন ২০১৫ তারিখ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২য় জাতীয় রিকভারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে সারাদেশের সরকারি এবং বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে আরোগ্যলাভকারী ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন।

২য় জাতীয় রিকভারী সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোজাম্মেল হক খাঁন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মাদকাসক্তি থেকে আরোগ্যলাভকারী ব্যক্তিগণ তাদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা পেশাজীবীদের ইকো ট্রেইনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে কলম্বো প্লানের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান এসিসিই প্রণীত মাদকাসক্তি চিকিৎসার পাঠ্যক্রমে বেসিক লেভেল কারিকুলাম ৬,৭, ও ৮ এর ওপর ১০ দিনব্যাপী (০৪ মে- ১৩ মে ২০১৫) ইকো ট্রেইনিং অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণের গ্রুপ ছবি

জার্মান উন্নয়ন সহযোগী GIZ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিবন্ধিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, বাগেরহাট, নরসিংদী এবং গাজীপুর জেলা কারাগার হাসপাতালে কর্মরত ২৫ জন এডিকশন পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন। কলম্বো প্লানের আওতাভুক্ত এশিয়ান সেন্টার ফর সার্টিফিকেশন এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনাল (এসিসিই) হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশী জাতীয় মাস্টার ট্রেইনারগণ এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

ইয়াবা : শক্তি নাকি মাদকাসক্তি?

মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির

অগ্রগতি ও উন্নতির আয়নায় আমরা যদি নিজেদের ভেতরটা দেখতে পেতাম তা হলে হয়তো চমকে উঠতাম। আধুনিকতা, সভ্যতা ও বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। আমাদের বহিরঙ্গ যতটা ফিটফাট ও চকচকে হচ্ছে ভেতরটা ভরে যাচ্ছে ততটা দৈন্যতা ও কৃত্রিমতায়। আর এ কৃত্রিমতার সাথে সাথে আমাদের তরুণ সমাজ নিজেরদের খাপ খাওয়ানোর জন্য খুঁজতে থাকে স্মার্টনেস, ক্ষিপ্রতা ও গতি। এ গতির উৎস হলো অন্য এক "গতি" যার নাম Methamphetamin বা Yaba। কিন্তু এরা জানেনা এ গতির পরিণতিতে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অন্য এক মহাদুর্গতি।

বর্তমানে বাংলাদেশে মাদকসেবীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ ইয়াবা আসক্ত। ইয়াবা তৈরির মূল উপাদান হল Methamphetamin, যার রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{10}H_{15}N$। গলনাং - ৩° সেন্টিগ্রেড, স্ফুটনাংক ২১২ সেন্টিগ্রেড, আনবিক ভর ১৪৯.২৪ গ্রাম/মোল, বায়োলজিক্যাল হাফ লাইফ ৯-১২ ঘন্টা এবং কার্যকারিতা ১০-২০ ঘন্টা, যা পানিতে সহজে দ্রবণীয়। এটি একটি অবৈধ সিনথেটিক মাদক।

মানুষের দেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে Delta, Sigma, Kappa, নামক বিভিন্ন ধরণের রিসেপ্টর থাকে যা সাধারণত Digastive Tract, Brain এবং Spinal Cord এ অবস্থান করে থাকে। কোন ব্যক্তি ইয়াবা গ্রহণের ফলে এই রিসেপ্টর গুলোর মাধ্যমে তা অধিক পরিমাণে ব্রেনে প্রবেশ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে চরমভাবে উত্তেজিত করে। ফলে কিছু সময়ের জন্য তার দেহে গতি, ক্ষিপ্রতা, উদ্দামতা, শক্তি, সাহস অনুভূত হয়। এই বৈশিষ্ট্যর কারণেই Yaba এর অপব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর রক্ত প্রবাহ থেকে মাদকের প্রভাব দূরীভূত হলে ব্যবহারকারী তার দ্বিগুণ পরিমাণ ভেঙ্গে পড়ে। তার মধ্যে নেমে আসে মৃত মানুষের নিস্তেজতা ও অসাড়ত্ব। সীমাহীন ক্লান্তি, অবসাদ, বিষাদ, অসহায়ত্ব তাকে এক অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে দেয়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানুষের Alternative Deficit hyperactivity disorder এবং Component of weight loss treatment এ Methamphetamin এর অপব্যবহারের কথা প্রচলিত থাকলেও প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর কোন বৈধ ব্যবহার নেই।

ইয়াবা আসক্ত ব্যক্তিদের শারীরিক লক্ষণসমূহ হলো-ওজন কমা, দাঁতের ক্ষয় হওয়া বা পড়ে যাওয়া, চামড়ায় ক্ষত হওয়া, চোখ বড় হওয়া, চোখের রং লাল হওয়া, অস্বাভাবিক সহনশক্তি অর্জন করা, সারাদিন জেগে থাকা, অবাস্তব ও আক্রমনাত্মক আচরণ, বদ মেজাজ, ভ্রমগ্রস্ত হওয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক অনুশাসন ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, পিতামাতা ও অভিভাবকের কাছ থেকে স্নেহ, মমতা, আদর, ভালবাসা ও মনোযোগ কম পাওয়া, সন্তানদের মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে না জানানো, বন্ধুদের চাপ, পিতামাতার বিশ্বাস তাদের সন্তান কখনো মাদক গ্রহণ করবে না, পিতামাতা ও অভিভাবকের মাদক সম্পর্ক অজ্ঞতা, সর্বোপরি পিতামাত ও অভিভাবকের দায়িত্বহীন আচরণ থেকে ইয়াবা আসক্তি বা মাদকসক্তির জন্ম হয়।

একবার কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে তাকে নিরাময় কেন্দ্রে

ভয়ংকর মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট

ফেলে এসেই পিতামাতা ও অভিভাবকরা হাফ ছেড়ে বাঁচেন। সামাজিক নিন্দা ও লোকলজ্জার ভয়ে পারতপক্ষে আর কখনও নিরাময় কেন্দ্রের পথ মাড়ান না। গবেষণায় দেখা গেছে পৃথিবীর বহু দেশে শুধুমাত্র পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে না পারার কারণে ৩ বছরের মধ্যেই ৭০% Relapse ঘটছে। তাছাড়া চিকিৎসা শেষে নিরাময় কেন্দ্র থেকে বাড়িতে ফেরত আসার পর মাদকাসক্ত ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ ও অবহেলা এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈরী আচরণ তাকে পুনরায় মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দেয়।

সুতারাং ইয়াবা আসক্ত বা মাদাকাসক্ত ব্যক্তিদের পিতামাতা ও অভিভাবকে মাদকাসক্তি চিকিৎসা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা সহ পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে একটি সামাজিক আন্দোলনই পারে মাদকের মতো একটি বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধান করতে।

■ **মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির,** পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাসিক বুলেটিনে মতামত আহবান

বুলেটিন সম্পর্কে যে কোন মতামত, তথ্য ও অনুর্ধ্ব ১ পৃষ্ঠার মাদকবিরোধী লেখা প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা হলে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন : ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.com
মুদ্রণে : বর্ষা (প্রাঃ) লিঃ, ৮/৩ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ০২-৫৮৬১৭১৫৮, ০১৭১৬-০৮৯২৭৬।